Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
বর্ণবাদ কেন ইসলামে হারাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ
মোঃ আশরাফ উদ্দিন সিহাব
রোল - ২১৬০১২০৮৫

তারিখঃ ১৫ জুলাই, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
বর্ণবাদ কেন ইসলামে হারাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ
মোঃ আশরাফ উদ্দিন সিহাব
রোল – ২১৬০১২০৮৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়নপত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বর্ণবাদ কেন ইসলামে হারাম" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে [মোঃ আশরাফ উদ্দিন সিহাব], আইডিঃ ২১৬০১২০৮৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>ত্বত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

ডিপার্টমেন্ট
প্রতিষ্ঠান

ঘোষণপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বর্ণবাদ কেন ইসলামে হারাম" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

আশরাফ উদ্দীন

তারিখঃ
১৫ জুলাই, ২০২৪ ইং

মোঃ আশরাফ উদ্দিন সিহাব
আইডিঃ ২১৬০১২০৮৫
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বর্ণবাদ কি? -- ৬

ইতিহাসের পাতায় বর্ণবাদ -- ৬

খ্রীষ্টপূর্বে -- ৭

আরব জাযিরায় বর্ণবাদ -- ৮

আধুনিক বর্ণবাদের উত্থান --- ৮

দার্শনিক বর্ণবাদ --- ৯

ট্রান্স-আটলান্টিক স্লেভ ট্রেড --- ১০

ইসলাম কি বলে -- ১১

সাহাবী এবং বর্ণবাদ --- ১৩

সুমাইয়া (রাঃ) -- ১৩

বিলাল (রাঃ) -- ১৩

জুলায়বিব (রাঃ) -- ১৩

শেষ কথা --- ১৪

বর্ণবাদ কি?

কোন নরগোষ্ঠীর প্রতি ভিন্ন গাত্রবর্ণের অন্য নরগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর বিভিন্নতাজনিত যে বৈষম্যমূলক আচরণ, তাকে সাধারণ অর্থে বর্ণবাদ বলা হয়ে থাকে। বর্ধিত পরিসরে বলতে গেলে গাত্রবর্ণের ভিন্নতার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোন জাতিকে বিপন্ন করা হলে তাও বর্ণবাদের আওতায় পড়ে।

এক্ষেত্রে মানুষের গাত্রবর্ণ, সামাজিক শ্রেণি, বংশ পরিচয় ও জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে বিভক্ত করে কোন জাতি বা গোষ্ঠী তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করলে তাকে বর্ণবাদ বলে। এক্ষেত্রে মানুষকে শ্রেণীকরণের মাধ্যমে আলাদা করে সুযোগ সুবিধা বণ্টনের তারতম্য করার চেষ্টা চলে। ফলে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে অনেক জাতিগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

বর্ণবাদী বৈষম্যের যে প্রকাশ ঘটে সমাজে, এর পিছনে বিদ্যমান রয়েছে কয়েকটি মৌলিক কারণ। ১. **শ্রেনি,** ২. **গাত্রবর্ণ,** ৩. **ধর্ম,** ৪. **ভাষা,** ৫. **জন্মভূমি,** ৬. **উগ্রবাদী লেখকদের রচনা,** ৭. **সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক,** ৮. **যুদ্ধগত দিক**।

ইতিহাসের পাতায় বর্ণবাদ

খ্রীষ্টপূর্বে

প্রাক-১৫০০ এর দশকে যদিও কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল, জৈবিক বিভাগ হিসাবে "জাতি" ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি। বৈষম্য প্রায়ই ধর্ম বা জাতিগত দিক লক্ষ্য করে তেরি হত। যেমন – ফিরআউন (রামসিস-২) পুরো বনি ইসরাইল এর উপর নির্যাতন করেছে বছর এর পর বছর। রাতে আদেশ দিয়েছে সকল ছেলে নবজাতককে হত্য করার।[১]

সনাতন ধর্মের ৪টি ভার্না (জাত) আছে; **ব্রাহ্মণ**, **ক্ষত্রিয়**, **বৈশ্য** এবং **শূদ্র।**[২] এদের মধে শূদ্রকে সবচেয়ে নিচু জাত হিসেবে গন্য করা হয়। শ্রমিক এবং দাস হয়ে থাকাই ছিল তাদের কর্মজীবন।
উচু জাতের দ্বারা নানা অবিচার এর ঘটনা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। যেমন – শূদ্রিয় কেউ

১. সূরাহ ক্বাছাছ , আয়াত - ০৪

২. মানুস্মৃতি

৩. Richard Gombrich (2012). "Chapter 8. Caste in the Monastery"

ভেদ এর শিক্ষা নিতে পারবে না, উচু জাতের কোনো কাজে তাদের যেগ্যাতা থাকা সত্ত্বেও সে কাজে নিয়োগ দিতে পারবে না,ইত্যাদি।
প্রাচীন আরবে গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতেই লড়াইগুলো হতো এবং পরস্পরকে দাসত্বে গ্রহণ করা হতো। ইহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্টে বা পুরাতন পুস্তকে জেনটাইল (অ-ইহুদি) জাতিকে দাসত্বে গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে। আর ইহুদিধর্ম বংশীয় ধর্ম। অর্থাৎ বনি ইসরাঈল ছাড়া বাকি জাতিরা নীচু।

পুরাতন পুস্তক-এ রয়েছে:

" তোমাদের চারপাশের জাতিদের থেকে পুরুষ এবং নারী তৃতাদের তোমরা পরে পাবো, তাদের মধ্য থেকে খরিদ করতে পারো। তোমাদের মাঝে থাকতে বাসা অস্থায়ী বাসিন্দাদের (তিন আতির। মধ্য থেকেও নিতে পারো, তারা হয়ে প্রাবে তোমাদের সম্পত্তি। এদেরকে তোমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে উত্তরাধিকার হিসেবে হস্তান্তর করে নিয়ে যেতে পারো, যাতে তারা সারাজীবন তোমাদের দাসত্ব করে। কিন্তু কখনোই তোমাদের সাথি ইসরায়েলীয়দের ওপর কঠোর শাসন করো না। " [৪]

আফ্রিকান নিগ্রোরা যে সাদাদের দাসত্ব করবে, এর জাস্টিফিকেশন দাসমালিকেরা নিয়েছিল বাইবেল থেকেই। এই যুক্তিটা ইতিহাসে **The Curse of Ham** নামে পরিচিত। মহাপ্লাবনের পর নুহ এর ৩ ছেলে থেকে আবার বিরান পৃথিবী আবাদ হলো। তিন ছেলের নাম: হাম, শাম ও ইয়াফেস। নুহ কৃষিকাজ শুরু করলেন, আঙুরের চাষ করলেন। একদিন প্রচুর মদপান করে মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। ফলে তাঁবুর ভেতর কাপড় সরে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে গেলেন। যা দেখে ছোটোছেলে হাম বাকি দুই ভাইকে ডেকে আনল। বাকি দুই ভাই কাপড় দিয়ে বাপের সতর ঢেকে দিল নিজেদের ঘাড় ঘুরিয়ে রেখে। যখন নেশা কাটল, জেগে উঠে এই ঘটনা শুনে নুহ অভিশাপ দিলেন হামের ছেলে কানানকে (হামের বংশকে) এই বলে:

" কানান অভিশপ্ত হোক, ভাইদের কাছে গোলামের চেয়েও গোলাম হয়ে থাকুক। খোদা মঙ্গল করুক শামের, আর কানান হোক তার দাস। খোদা ইয়াফেসকে বড়ো করুক, শামের আশ্রয়ে থাকুক সে, আর কানান তারও গোলাম হোক। "

বলা হলো: এই হামের বংশ হলো নিগ্রোরা, শামের বংশ হলো সেমিটিকরা (ইহুদি, আরব) আর ইয়াফেসের বংশ হলো ককেশীয়রা। সুতরাং নিগ্রোরা সাদাদের দাসত্ব করবে, এটাই তাদের নিয়তি।[৫]

৪. Book of Leviticus, Chapter 25: 44-46

৫. Book of Genesis, Chapter 09: 18-27

আরব জাযিরায় বর্ণবাদ

প্রাক-ইসলামিক অর্থাৎ জাহিলি যোগে আরবদের যে দাস ছিল তার একটা বড় সংখ্যা ছিল হাবসি (নিগ্রো)। হাবসি হল "আবিসিনিয়ান" এর আরবিক নাম। গায়ের রং কালো হওয়ায় তাদেরকে তাদের মালিকরা হেয় করত। দৈহিক গঠন সুঠাম হওয়ায় তাদের দিয়েই ভারী কাজ করাতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর সাহাবীদের মধ্যে যারা দাস ছিলেন তাদের অনেকেই ছিলেন হাবসি। এ থেকে বোঝা যায় হাবসি দাসদের সংখ্যা কেমন ছিল।

আধুনিক বর্ণবাদের উত্থান (১৫০০-১৮০০)

ট্রান্স-আটলান্টিক স্লেভ ট্রেডঃ আমেরিকায় আফ্রিকানদের দাসত্ব জাতিগত মতাদর্শের বিকাশে ইন্ধন জোগায়। ইউরোপীয়দের তাদের ক্রিয়াকলাপকে ন্যায্যতা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যা কালো হীনমন্যতা সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী তৈরি করে।[৬]

বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদঃ বর্ণবাদকে সমর্থন করার জন্য "বিজ্ঞান" এর অপব্যবহার করা হয়েছিল। গোবিনিউ-এর মতো চিন্তাবিদরা ইউরোপীয়দের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার জন্য ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্ব ব্যবহার করেছিলেন।[৭]

দার্ষনিক বর্ণবাদ

পশ্চিমা জীবনাদর্শের ভিত্তি এনলাইটেনমেন্ট। এই আদর্শের নির্মাতা হল এই এনলাইটেনমেন্ট যুগের দার্ষনিকরা। কাউকে দাস করে তোলার ব্যাপারে তাদের মতামত গুলো লক্ষ্য করলে এই জীবনাদর্শ সম্পর্কে বোজা যাবে।

Figure 1

ইমানুয়েল কান্টঃ *"কিছু গ্রুপ প্রাকৃতিকভাবেই শাসিত বা দাসত্বে থাকার জন্য উপযুক্ত, সেটা বোঝা যায় শারীরিক বৈশিষ্ট্য থেকে, যারা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে এসেছে।"*

এই দৃষ্টিভঙ্গির দরুন কান্ট ও তাঁর অনুসারীদের যুক্তি হলো, পুরো বিশ্বের সভ্যকরণ শক্তি হলো ইউরোপ। এবং আফ্রিকান ও নেটিভ আমেরিকানরা শাসিত হওয়ারই যোগ্য।

মন্তেস্কুঃ তার মতে, *"বেশি ট্রপিক্যাল (গ্রীষ্মপ্রধান: উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য) এলাকার মানুষ হয় অলস ও আবেগী। সেসব জায়গায় রাষ্ট্র চালাতে হলে দাসপ্রথার দরকার পড়ে।"*

হেগেলঃ তার মতে, *" আফ্রিকান সংস্কৃতি প্রাগৈতিহাসিক। নিগ্রোদের কোনো*

---

৬. Britannica: Racism | Definition, History, Laws, & Facts

৭. https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/historical-foundations-race

নৈতিকতাবোধ নেই।" [৮]

অর্থাৎ বোঝা গেল যে তারা নির্দিষ্ট একটি জাতিকে তুচ্ছ করে দেখে, তাদের দাস করে রাখাকে সমর্থন দেয়। এবার ট্রান্স-আটলান্টিক স্লেভ ট্রেড নিয়ে কথা বলা যাক।

ট্রান্স-আটলান্টিক স্লেভ ট্রেড

৩০০ বছর ধরে আটলান্টিক মহাসাগরে ৩৬,০০০ বার জাহাজ আসা-যাওয়া করেছে শুধুমাত্র দাস আনা নেওয়ার জন্য এবং প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন (১ কোটি ২৫ লাখ) আফ্রিকানকে আমেরিকাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে 'অপহরণ' করে। এটাকে বলে "**Transatlantic Slave**

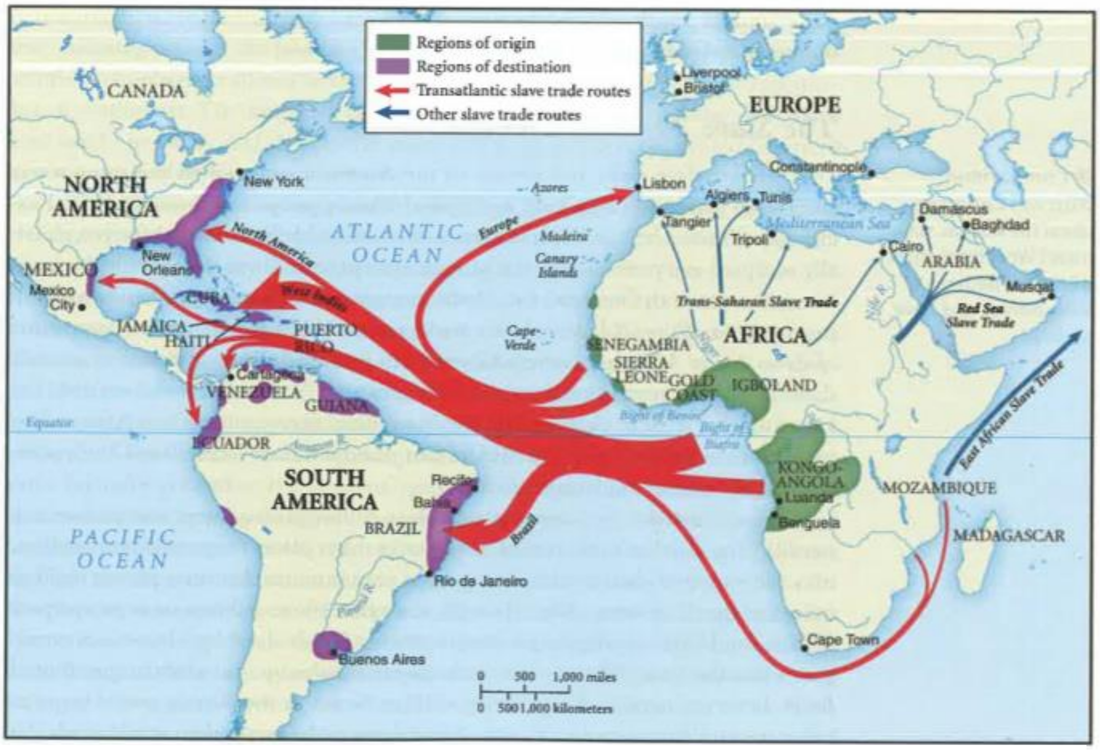

Route of the trade

Trade"। ইতিহাসের অন্যান্য দাসপ্রথা থেকে আলাদা করতে এই আটলান্টিক দাসপ্রথাকে বলা হয় **Chattel Slavery**, যেখানে মালিকই দাসের জীবন-মৃত্যুর কর্তা।[৯]

---

৮. ইসলামে দাস দাসী ব্যবস্থা - ডা. শামসুল আরেফীন পৃ. ১৭-১৯

৯. ইসলামে দাস দাসী ব্যবস্থা - ডা. শামসুল আরেফীন পৃ. ১১২-১১৩

ইসলাম কি বলে?

ইসলামে বর্ণবাদ হারাম হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে কারণ ইসলাম একটি সামাজিক ও ন্যায্য প্রণালী প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে সমস্ত মানুষ সমান অধিকার ও সম্মানের অধিকারী। বর্ণবাদ এটি বিপুল প্রমাণে বিভিন্ন সমাজে অসম্মানকর ও আদালত প্রতিষ্ঠা করে, সামাজিক অসন্তোষ এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

ইসলামে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নীতি ও আদেশ রয়েছে, যার মধ্যে কিছু হলো –

সমান অধিকার

ইসলামে সমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে সকল মানুষের সমান অধিকার এবং সম্মান উপলব্ধ করানো হয়েছে। বর্ণবাদে এই সমান অধিকার ও সম্মান অপচয় হয়ে থাকে।

বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ বর্জন

ইসলামে সমাজের মধ্যে কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ অনুমোদন করা হয় না। সকল মানুষ সমান মানবাধিকারের অধিকারী, কোনো বর্ণের উচ্চতর বা নিম্নতর দেখা হয় না।

কর্মফলের নির্ভরশীলতা

ইসলামে মানুষের মর্যাদায় কর্মফলের নির্ভরশীলতা নেই, অর্থাৎ কেউ নিজের বর্ণ, কৌল, পেশা বা সমাজের কোনো নির্ধারিত পথে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে না।

যুদ্ধ ও অসামাজিক অবস্থা

ইসলামে সমাজের একতা এবং সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়। আদেশ দেওয়া হয়েছে যুদ্ধ এবং সমাজের অসামাজিক অবস্থার প্রতি সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করা।

সুতরাং, ইসলামে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে গঠিত প্রণালী ও নীতি থাকা হারাম বা অগ্রাহ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এটি সামাজিক এবং ন্যায্য নির্মাণে বাধা তৈরি করে এবং মানুষের সমান অধিকার ও সম্মানের অধিকার অবলম্বনে বাধা দেয়।

ইতিহাস থেকে এখন পর্যন্ত যত বর্ণবাদ অথবা গোত্রবাদের নজির পাওয়া গেছে অহংকার, হিংসা আর বিদ্বেষ পোষণ-ই ছিল এসবের মূল কারণ। অহংকার থেকেই মূলত হিংসা, বিদ্বেষ ও বর্ণবাদের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

" নিঃসন্দেহে আল্লাহ অহংকারিদের পছন্দ করেন না "

[সূরাহ নাহল, আয়াত ২৩]

রাসুল (ﷺ) বলেন,

" যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। " [১০]

একারণে ইসলামে বর্ণবাদী আচরণের কোন স্থান নেই।

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় অর্থে ইসলাম কোনো জাতি, বর্ণ, অঞ্চল বা রঙের পার্থক্য মানে না। এক্ষেত্রে সাদা আর কালো, নাগরিক আর সৈনিক, শাসক আর শাসিত সব সমান। কুরআন ও হাদিসে গোষ্ঠীবাদ ও বর্ণবাদিতাকে নিষেধ করা হয়েছে। এসব বর্ণ ও জাতির ভিন্নতা আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

" আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। " [১১]

ধর্ম বিশ্বাস, গাত্রবর্ণ, শক্তি ও বংশের অহঙ্কারবশত কোনো ব্যক্তি বা জাতি কর্তৃক নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। কুরআনে এসেছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

" হে মানবমণ্ডলী, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সব কিছুর খবর রাখেন। " [১২]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারক লিখেন –

১. অর্থাৎ, আদম ও হাওয়া (আঃ) থেকে। অর্থাৎ, তোমাদের সকলের মূল একই। তোমরা সকলে একই পিতা-মাতার সন্তান। অতএব কারো কেবল কুলমান ও বংশের ভিত্তিতে অহংকার করার কোন অধিকার নেই। কারণ, সকলের বংশ আদম (আঃ)-এর সাথে গিয়ে মিলে যায়।

১০. Riyad as-Salihin, Hadith – 611, Sunnah.com
১১. সূরাহ রুম , আয়াত – ২২
১২. সূরাহ হুজরাত, আয়াত – ১৩

২. شُعُوْبٌ হল شَعْبٌ-এর বহুবচন জাতি বা বিরাট গোত্র (আরবী ভাষায় অপেক্ষাকৃত ছোট

বংশ ও গোত্র অর্থে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহার হয় যেমন,) شعب এর পরে আসে قبيلة তারপর عمارة তারপর بطن তারপর فصيلة তারপর عشيرة (ফাতহুল ক্বাদীর) উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন জাতি, বংশ ও গোত্রের এই বণ্টন কেবল পরস্পর পরিচিতির জন্য যাতে তোমরা আপোসের জ্ঞাতি-বন্ধন বজায় রাখতে পার এর অর্থ এই নয় যে, একে অপরের উপর নিজের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন কর যেমন দুর্ভাগ্যবশতঃ (আজকাল) বংশ ও আভিজাত্যকেই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি বানিয়ে নেওয়া হয় অথচ ইসলাম এসে এটাকে মিটিয়ে দিয়েছে এবং এটাকে জাহেলী যুগের কর্ম তথা মূর্খতা বলে আখ্যায়িত করেছে।

৩. অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট মর্যাদা ও উৎকৃষ্টতার মাপকাঠি এমন বংশ, গোত্র ও আভিজাত্য নয়, যা গ্রহণ করা কোন মানুষের এখতিয়ারেই নেই, বরং মাপকাঠি হল আল্লাহভীরুতা; যা অবলম্বন করা মানুষের ইচ্ছা ও এখতিয়ারভুক্ত। এই আয়াতই হল সেই উলামাদের দলীল যাঁরা বিবাহে বরকনের বংশীয় সমতাকে জরুরী মনে করেন না এবং কেবল দ্বীনদারির ভিত্তিতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়াকে পছন্দ করেন।[১৩]

এ হলো মুসলিমদের উপর আল্লাহ (ﷻ)-র হুকুম। সাহাবী আজমাঈনগণ এবং পরবর্তীগণ বর্ণবাদকে কিভাবে দেখেছেন এবার তা দেখা যাক।

সাহাবী এবং বর্ণবাদ

ইসলাম মানুষের মধ্যে সমপ্রীতির বার্তা দেয়। আর সেই বার্তা সাহাবীগণ অক্ষরে অক্ষরে পালণ করেছেন বিধায় আজও ইসলাম সমপ্রীতির ধর্ম। পর্বে বলা হয়েছে যে নবুয়তের আগে আরব জাযিরায় হাবশি (কাল) গোলাম এর বেশ সংখ্যা ছিল। ইসলাম এর দাওয়াত পৌছার পর সেই হাবসিদের থেকে কেউ কেউ লুকিয়ে ইসলাম গ্রহন করে নেয়। তন্মধ্যে, বিলাল ইবনে রাবাহ, সুমাইয়া ইবনে খায়াত (রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা) অন্যতম।

সুমাইয়া (রাঃ)

ইসলাম গ্রহণের আগে, সুমাইয়া (রাঃ) মক্কায় ক্রীতদাসী ছিলেন, যার মালিক ছিলেন আবু হুদাইফাহ (রা.)। তিনি ছিলেন একজন কালো হাবশি। তিনি ইয়াসির ইবনে আমির (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ‘আম্মার ইবনে ইয়াসির নামে তার একটি পুত্র সন্তান ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সাতজনের একজন ছিলেন এবং পরে তার স্বামী ইয়াসির তাকে অনুসরণ করেছিলেন। সুমাইয়া (রা) তার শক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং সাহসিকতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি আবু জাহেলের হাতে কঠোর নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, যিনি তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছিলেন। তিনি দ্বীনে মোহাম্মদীর ১ম শহীদ হয়েছেন। তার ই ছেলে ‘আম্মার পরবর্তীতে

১৩. আহসানুল বায়ান

বদর এর যুদ্ধে অংশ নেয় এবং উমর (রাঃ) উনার খেলাফতকালে ’আম্মারকে কুফার গবর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করেন। একজন কালো নারী যে কিনা পূর্বে একজন দাসী ছিলেন তারই ছেলেকে ইসলামিক আদর্শ একজন গবর্ণরের মর্যাদা দেয়।

বিলাল (রাঃ)

বিলালও ছিলেন মক্কায় একজন ক্রিতদাস। তাকে আবিসিনিয়া থেকে বালক বয়সে তার পরিবার থেকে ছিনিয়ে এনে মক্কায় বিক্রি করে দেয়া হয়। তিনি উমাইয়া ইবনে খালাফ-এর দাস ছিলেন। তার মুসলমান হওয়ার খবর জানাজানি হলে আর মালিক তাকে কঠোর নির্যাতন করতে থাকে। পরে আবু বকর সিদ্দিক তাকে অধিক মূল্য দিয়ে তাকে কিনে নেন এবং তাকে মুক্ত করে দেন। তিনিও বদরে অংশ নেন। হিজরতের পর মদিনায় মসজিদ নির্মাণ করা হয় তখন রাসূল(ﷺ) বিলালকে বলেন আজান দিতে। এবং মক্কা বিজয়ের পর বিলালকে বলা হয় কা’বার ছাদে উঠে আজান দিতে। যে হাবসি গোলামকে কুরাইশরা কালো হওয়ার কারণে কা’বার প্রাঙ্গণে যেতে দিত না সেই ইসলামের প্রভাবে কা’বার উপর উঠে আওঅজ দিয়ে ডাকে "***আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার***"

জুলায়বিব (রাঃ)

জুলায়বীব আনসারদের মধ্যে ছিলেন এবং মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি এমন একজন সাহাবী যিনি এতটা পরিচিত নন, কিন্তু তিনি রাসূল (ﷺ) এর প্রিয় ছিলেন। তার বাহ্যিক চেহারার কারণে তাকে উপহাস করা হয়েছিল এবং সমাজ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। কেউ তার মা বা বাবা কে তা সম্পর্কে অবগত ছিল না এবং এটি এমন একটি সময়ে ক্ষতিকর ছিল যখন একজনের বংশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

জুলায়বীব ছিলেন লাজুক প্রকৃতির, কিন্তু প্রায়ই রাসূল (ﷺ) এর সান্নিধ্যে বসতেন। তাঁর বিবাহের আয়োজন করেছিলেন রাসূল (ﷺ)। তার বিয়ের কিছুক্ষণ পরে, তিনি মহানবী (ﷺ) এর ডাক গ্রহণ করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেন কারণ তিনি প্রচুর পুরস্কার হাতছাড়া করতে চাননি। যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। একবার যুদ্ধ শেষ হলে রাসুল (ﷺ) তার পিছনে জিজ্ঞাসা করলেন। তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে তাকে জানানো হয়। নবী (ﷺ) তার কাছে গেলেন এবং বললেনঃ এই লোকটি এখানে শুয়ে আছে আমার পক্ষ থেকে এবং আমি তার পক্ষ থেকে। তিনি (ﷺ) এটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং নিজ হাতে তাকে দাফন করলেন। তিনি শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করে এবং আনুগত্য এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালার) ইবাদতে আজীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমে তাকে সম্মানের সর্বশ্রেষ্ঠ সীলমোহর দেওয়া হয়েছিল।

শেষ কথা

রাসূল (ﷺ) বিদায় হজ্জের ভাষনে সকল মুসলিম কে এক হয়ে থাকার ওয়াসিয়াত করেন। তিনি (ﷺ) বলেন –

> *" আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনোই পথভ্রস্ট হবে না - একটি সরল ইঙ্গিত, আল্লাহর কিতাব, এবং তাঁর রাসূলের জীবনাচরণ। সুতরাং আমি যা বলি মন দিয়ে শোন। জেনে রেখ প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। এক ভাইকে অন্য ভাই স্বেচ্ছায় যা কিছু দেয়, শুধু সেটুকুই গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত, কাজেই নিজেরা অন্যায় কর না। "* [১৪]

তাই যখন মুসলিমরা নামাযে দারায় সকল ধণি-গরিব, সাদা-কালো, লম্বা-খাটো কাঁধে কাঁধ মিলেয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। এই মুসলিম ভাই-ভাই সম্পর্ক দ্বারা ইসলাম সকল প্রকার বর্ণবাদ-গোত্রবাদকে বিনষ্ট করে দেয়।

১৪. সীরাতে রসূলুল্লাহ | ইবনে ইসহাক | পৃষ্ঠা ৬৫১